মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৮৭৫

পর্ব-১৯: জিহাদ (كتاب الجهاد)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - যুদ্ধাস্ত্রের প্রস্তুতিকরণ

আরবী

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَإِنْ كَانَ يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْس بِهِ» . رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قمار»

বাংলা

৩৮৭৫-[১৫] উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে লোক ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দু’টি ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া সংযোজন করে। এমতাবস্থায় যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবেই, তখন তাতে কোনো কল্যাণ নেই। আর যদি এ বিশ্বাস না থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবে, তখন তাতে কোনো অপরাধ নয়। (শারহুস্ সুন্নাহ্)[1]

আর আবূ দাঊদ-এর বর্ণনাতে আছে, যে লোক প্রতিযোগিতায় দুই ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া প্রবেশ করায়, অথচ তা আগে যাবে কিনা কোনো আস্থা নেই, তখন তা জুয়া হবে না। আর যে লোক এ বিশ্বাসে তার ঘোড়া প্রবেশ করায় যে, তা নিশ্চিত আগে যাবেই, তখন তা জুয়া হবে তথা তা হারাম।

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আবূ দাঊদ ২৫৭৯, ইবনু মাজাহ ২৮৭৬, আহমাদ ১০৫৫৫, ইরওয়া ১৫০৯, য‘ঈফ আল জামি‘ ৫৩৭১। কারণ যুহরী হতে বর্ণনায় সুফ্ইয়ান বিন হুসায়ন একজন দুর্বল। তবে অন্যদের থেকে বর্ণনায় সে একজন সিকাহ্ রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ) যে ব্যক্তি ঘোড়ার মাঝে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রবেশ করালো। অর্থাৎ দুই

ব্যক্তি পরস্পরের ঘোড়ার মাঝে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করল এভাবে যে, উভয়েই নির্দিষ্ট পরিমাণে মাল জমা করলো। অতঃপর উভয়ে শর্ত করলো যে, যদি আমার ঘোড়া প্রতিযোগিতায় বিজয় লাভ করে তাহলে সমুদয় মাল আমার তোমার কিছুই নেই। আর যদি তোমার ঘোড়া বিজয় লাভ করে তাহলে সমস্ত মাল তোমার আমার কিছুই নেই। এ শর্তে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা বৈধ নয়। কেননা এটি জুয়া। এ অবস্থায় তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি তার নিজস্ব ঘোড়া নিয়ে এসে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তাহলে হাদীসে বর্ণিত পরবর্তী শর্তসাপেক্ষে তা বৈধ এবং ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে বলা হয় মুহাল্লিল। কেননা তার অংশ গ্রহণ করার কারণে এ প্রতিযোগিতা বৈধ বলে গণ্য হবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৯; ‘আওনুল মা‘বূদ ৫ম খন্ড, হাঃ ২৫৭৬)

শর্তটি নিম্নরূপ- (إِنْ كَانَ يُؤْمِنُ أَنْ يُسْبِقَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ) যদি যে নিশ্চিত হয় যে, তার ঘোড়া পরাজিত হবে না তাহলে এতে কোনো কল্যাণ নেই। অর্থাৎ সে জানে তার ঘোড়াটি অন্য দু’জনের ঘোড়ার চেয়ে অধিক দ্রুতগামী, ফলে সে নিশ্চিতভাবে জানে যে তার ঘোড়া অবশ্যই জয়লাভ করবে তাহলে তার জন্য এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা বৈধ নয়।

(وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَا بَأْس بِه) আর সে যদি তার ঘোড়া অপরাজিত হওয়ার ক্ষেত্রে নিশ্চিত না হয় তাতে কোনো ক্ষতি নেই। অর্থাৎ সে নিশ্চিত নয় যে, তার ঘোড়াটি অন্য দু’জনের ঘোড়ার চাইতে অধিক দ্রুতগামী। বরং সে মনে করে যে, তাঁর ঘোড়া বিজয়ও লাভ করতে পারে অথবা পরাজয়ও হতে পারে এমনটি হলে তার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা বৈধ এবং তার অংশগ্রহণের ফলে এ প্রতিযোগিতাও বৈধ। সে যদি বিজয় লাভ করে তাহলে তার জন্য উভয়ের মাল নেয়া বৈধ। (প্রাগুক্ত)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=69202

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন